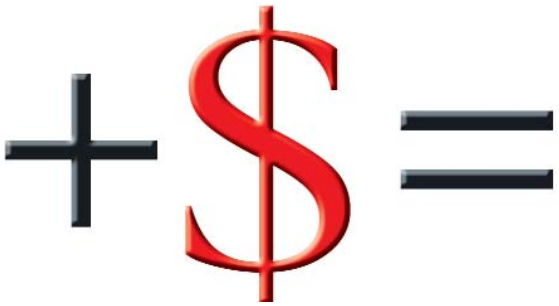

গোলাম মোর্তোজা

’৯৭ সালে তিনি একবার লন্ডন এবং হংকংয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের কোনো মানুষ বেড়াতে গেলে সেখানকার বাংলাদেশীদের নানা রকমের সহায়তা নিয়ে থাকে। আর রাজনীতিবিদ, বিশেষ করে সরকারি দলের হলে সাহায্য নেয় স্থানীয় দূতাবাসের। আমলারা সাবেক-বর্তমান যাই হোক না কেন, সাধারণত সাহায্য নেয় দূতাবাসের। কিন্তু যার কথা বলছি তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন একটি বিদেশী কোম্পানির। কোম্পানিটর নাম মারুবেনি কর্পোরেশন। জাপানের একটি কোম্পানি। অভিযোগ ছিল, তিনি যখন সচিব ছিলেন তখন এই কোম্পানিকে বিশেষ সুবিধা দিয়েছিলেন, বিশেষ সুবিধা পাওয়ার বিনিময়ে।

কোম্পানিটি তাকে বিশেষ সুবিধা দিয়েছিল, লন্ডন ও হংকংয়ের হোটেল ভাড়া এবং যাতায়াত সুবিধা দিয়ে। সাবেক শিল্প সচিব মোশাররফ হোসেনের বিরুদ্ধে সুবিধা দেয়া এবং নেয়ার অভিযোগ নতুন নয়। তিনি দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে সুবিধা দেন এবং নিজের স্বার্থের জন্য সুবিধা নেন। এটা প্রায় প্রমাণিত সত্য। তারপরও এ মানুষটিকে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। গণতান্ত্রিক বিএনপি সরকার তাকে এ দায়িত্ব দিয়েছিল!

২.

বার্বাডোজে নিবন্ধিত কানাডিয়ান তেল-গ্যাস কোম্পানি ‘নাইকো’। ঘুষ দিয়ে সুবিধা নেয়ার ক্ষেত্রে তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলো অতুলনীয়। নাইকোও এমন একটি প্রতিষ্ঠান। শুরু থেকেই মোশাররফ হোসেনের সঙ্গে তাদের একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেয়া-নেয়ার সম্পর্কে অসম্ভব বলে কোনো শব্দ নেই- মোশাররফ হোসেন সেটা নতুন করে প্রমাণ করেছেন।

ছাতক (পশ্চিম) এবং ফেনীতে বাংলাদেশের দুটি গ্যাসক্ষেত্র আছে। এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো আবিষ্কার করেছেন দেশীয় বিশেষজ্ঞরা। বাপেক্সের এই গ্যাস উত্তোলন করার কথা। ক্ষেত্র দুটিতে মজুদ গ্যাসের অর্থমূল্য প্রায় ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্র দুটির দিকে নজর যায় নাইকোর। আলোচনা করে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে। হয়ে যায় বোঝাপড়া। কাগজ-কলমে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় গ্যাসক্ষেত্র দুটি। এরপর কোনো রকম দরপত্র ছাড়াই গ্যাসক্ষেত্র দুটি দিয়ে দেয়া হয় নাইকোকে।

প্রশ্ন আসে, কেন? উত্তর সহজ।

লেনদেন, সুবিধা দেয়া এবং নেয়ার কারণে।

এই সুবিধা যদিও মোশাররফ হোসেন একা নেননি। নিয়েছেন আরো বেশ কয়েকজন। তারা সবাই খুবই প্রভাবশালী। এবং তাদের নাম হয়তো কোনো দিনই প্রকাশিত হবে না।

৩.

সাবেক আমলা এবং মন্ত্রী একেএম মোশারফ হোসেন এমন একজন মানুষ, নিজের স্বার্থের জন্য তিনি যেকোনো কিছু করতে পারেন। নিজের স্ত্রীকে এরশাদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি সেটা প্রমাণ করেছেন। এমন একজন মানুষের কাছে নৈতিকতা আশা করাটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বছরই নাইকোর ভুল এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে আগুন লাগে টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে। পুড়ে যায় জাতীয় সম্পদ কয়েকশ’ কোটি টাকার গ্যাস। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা নাইকোর। কিন্তু নাইকোকে কোনো ক্ষতিপূরণ গুণতে হয়নি। উল্টো তারা পুনরায় খননকাজ শুরু করেছে। ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে নাইকোকে খরচ করতে হয়েছে ৯০ লাখ টাকা দামের একটি গাড়ি। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। মোটা অঙ্কের ডলার লেনদেনের বিষয়টিও আছে আলোচনায়। গাড়ির খবর প্রকাশ হয়েছে, ডলারের হিসাব প্রকাশ হয়নি। দেশের কয়েকশ’ কোটি টাকার ক্ষতির বিনিময়ে দু-তিন জনের বিদেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে ডলার।

ডলার এবং গাড়ির বিনিময়ে মন্ত্রী কেনাবেচা হয় যে দেশে, সেই দেশের মানুষ আমরা।

৪.

মোশাররফ হোসেনের গাড়ি নেয়া বিষয়ে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, গাড়ি নেয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। গাড়ি তিনি নিতেই পারেন।

কী চমৎকার বক্তব্য!

শত কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে একটি গাড়ি নেয়া কী চমৎকার কাজ! প্রায় নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সমান!!

ঘুষ নেয়ার অপরাধে যদি আপনার প্রতিমন্ত্রীর চাকরি যায়, তবে ঘুষ দেয়ার অপরাধে নাইকোর শাস্তি হবে না কেন? নাইকো আর কাকে, কীভাবে ঘুষ দিয়েছে সেটার অনুসন্ধানই বা করবেন না কেন? নাইকোর কাছ থেকে কী আপনি ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্যোগ নেবেন, না সব কিছু ধামাচাপা দিয়ে দেবেন?

এমন কথা শুধু মওদুদ আহমদের পক্ষেই বলা মানায়। সত্য-মিথ্যা যেকোনো কথা, নীতি-নীতিহীন যেকোনো বক্তব্য যুক্তি দিয়ে তুলে ধরায় মওদুদ আহমদের জুরি নেই।

তিনি তার লেখায় যখন বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করেন, সেটা চমৎকারভাবে করেন। বক্তব্যে যখন জিয়াউর রহমানের প্রশংসা করেছেন, তখন মনে হয় এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্যি। জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে যখন

এরশাদের গুণকীর্তন করেছেন, বিএনপিকে অপবাদ দিয়েছেন- তখন সেটাও অসত্য মনে হয়নি। আবার খালেদা জিয়ার বিএনপিতে যোগ দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন সবচেয়ে বড় বিএনপি। অনেক ত্যাগী নেতা-কর্মীও তার কাছে ম্লান হয়ে গেছেন। সামনে আবার যখন দল পরিবর্তন করবেন, তখন তার পেছনে নিশ্চয়ই অনেক যুক্তি থাকবে। চমৎকারভাবে মানুষকে বোঝাবেন তিনি যা করেছেন সেটাই ঠিক। তরল পদার্থ যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে।

এমন তরল পদার্থের মুখ দিয়ে চরম অনৈতিক কর্মের পক্ষে সাফাই গাওয়াটা তো খুবই স্বাভাবিক!

জয় তু তরল পদার্থ!!

৫.

দেশপ্রেমিক আওয়ামী লীগের মহান নেতারা এখন বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু তারা একটি কথা বলেন না যে, বিদেশী কোম্পানির হাতে দেশের গ্যাসক্ষেত্রগুলো তারাই প্রথমে তুলে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অক্সিডেন্টাল থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কোনো ব্যবস্থা নেয়নি আওয়ামী লীগ সরকার। ক্ষতিপূরণ আদায় না করে তদন্তের সেই ফাইল আটকে রেখেছিল তারা। কেন আটকে রেখেছিল?

কেন অক্সিডেন্টালকে বাঁচানোর দায় পড়লো আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর?

এ রকম গাড়ি এবং ডলারের হিসাব ছিল সেখানেও। হয়তো সেগুলো এভাবে প্রকাশিত হয়নি। তাই বলে আওয়ামী লীগের নেতাদের 'পবিত্র তুলসি পাতা' ভাবার কোনো কারণ নেই।

বিএনপি-আওয়ামী লীগ দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের কাছে ক্রমেই অরক্ষিত হয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। রাজনৈতিক নেতাদের প্রকাশ্য দুর্নীতির বিপরীতে চাপা পড়ে থাকছে আমলাদের অদৃশ্য দুর্নীতি। তাই জ্বালানিমন্ত্রীকে নিয়ে কথা হয়, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় সচিব, যুগ্মসচিবরা।

কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে দেশ বিক্রি করে দেয়া হবে বলে একটি কথা প্রচলিত ছিল। এখন বিষয়টি আর সেভাবে আলোচিত হয় না। প্রশ্ন আসতো, দেশ আবার বিক্রি করে কীভাবে? হিমশিম খেতে হতো উত্তর খুঁজতে। এখন উত্তর জানা গেছে। অক্সিডেন্টাল এবং নাইকো দিয়েছে এ প্রশ্নের উত্তর।

হাজার কোটি টাকার দেশের স্বার্থ এক-দুই কোটি টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছেন বিএনপি-আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ এবং আমলারা। সম্ভব হলে তারা সমগ্র বাংলাদেশকে বিক্রি করে দিতেন। এটা পারছেন না বলেই করছেন না। বিক্রি করছেন দেশের স্বার্থ। নিউইয়র্ক, কুয়ালালামপুর, সিঙ্গাপুরের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে ডলার। সুযোগ বুঝে নিজেও এক সময় চলে যাবেন, নিয়ে রাখছেন সেই প্রস্তুতি। এদের ওপর জনগণ দিয়েছেন দেশ রক্ষার দায়িত্ব, যারা বিক্রি হয় ডলার এবং গাড়ির বিনিময়ে!

৬.

ভারতে গত নির্বাচনের পর সোনিয়া গান্ধীসহ অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বুলেটপ্রুফ মার্সিডিস বেঞ্চ, ভলভো... গাড়ি দিতে চেয়েছিল সরকার। নিরাপত্তার কারণে তাদের এ রকম গাড়ি দেয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সোনিয়া গান্ধীসহ সবাই বলেছিলেন আমরা মার্সিডিস ব্যবহার করবো না। আমরা অ্যাম্বাসেডরই ব্যবহার করবো। একটি মার্সিডিসের দাম ছিল ভারতীয় রুপিতে দেড় থেকে দুই কোটি। অ্যাম্বাসেডরের দাম ৫ থেকে ৭ লাখ রুপি। দুই কোটি রুপির গাড়ি না নিয়ে তারা ৫ লাখ রুপির গাড়ি নিয়েছেন। আমাদের ঘরের পাশে পশ্চিমবঙ্গ। বামফ্রন্ট সেখানকার রাষ্ট্রক্ষমতায় ২৯ বছর ধরে।

হাজার কোটি টাকার দেশের স্বার্থ এক-দুই কোটি টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছেন বিএনপি-আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ এবং আমলারা। সম্ভব হলে তারা সমগ্র বাংলাদেশকে বিক্রি করে দিতেন। এটা পারছেন না বলেই করছেন না। বিক্রি করছেন দেশের স্বার্থ

জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা অতি সাধারণ অ্যাম্বাসেডর ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি ব্যবহার করেন না। অথচ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আমাদের তুলনায় অনেক এগিয়ে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তার অফিস কক্ষে এসি পর্যন্ত ব্যবহার করেন না।

আর আমরা?

বিদেশ থেকে লোন করে টাকা আনি। হাজার হাজার প্রজেক্ট তৈরি করি। প্রতিটি প্রজেক্টের বিপরীতে চল্লিশ লাখ থেকে দেড় কোটি টাকা দামের অনেকগুলো গাড়ি কিনি। সেই গাড়িতে চড়ে দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে ব্যস্ত থাকি।

আমাদের অর্থমন্ত্রী এতো কথা বলেন, কিন্তু একবারও বলেন না একটি দরিদ্র দেশ হয়ে কেন আমরা এক কোটি টাকা দিয়ে একটি গাড়ি কিনবো?

কে বলবে কার কথা? আসলে আমরা সবাই তো একই গোত্রের!

৭.

শেষ করি মোশাররফ হোসেনের কথা দিয়ে। ধরা পড়ে পদত্যাগের পর তিনি একটি মহান বাণী দিয়েছেন। বলেছেন বাপেক্সের সব কর্মকর্তা দুর্নীতিবাজ। খুব ভালো কথা। কিন্তু এসব কথা এতোদিন বলেননি কেন? আপনি যে প্রতিষ্ঠানের সবাইকে দুর্নীতিবাজ বলছেন, আপনি তো সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন গত ৪ বছর ধরে। মানুষ যদি ভাবে দুর্নীতিতেও আপনি 'প্রধান', সেটা কি খুব অন্যায় হবে?

গাড়ি ঘুষ নেয়ার অপরাধে মোশাররফ হোসেন পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু এটা কোনো শাস্তি নয়। তিনি কী পরিমাণ ডলার পেয়েছেন সেটার অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন এই ডলারের অংশ আর কারা পেয়েছেন? তার অপকর্মের যারা সাফাই গাইছেন, অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন তাদের বিষয়েও। সামনে নিয়ে আশা প্রয়োজন জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে সচিবসহ অন্যদের প্রসঙ্গ। পদত্যাগ বা ওএসডি করলে সমস্যার সমাধান হবে না। অতীতে কখনো হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি কি এবার এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন, না কথাতেই সীমিত থাকবেন? জনগণ এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। জনগণ আরো জানতে চায় ঘুষ নেয়ার অপরাধে যদি আপনার প্রতিমন্ত্রীর চাকরি যায়, তবে ঘুষ দেয়ার অপরাধে নাইকোর শাস্তি হবে না কেন? নাইকো আর কাকে, কীভাবে ঘুষ দিয়েছে সেটার অনুসন্ধানই বা করবেন না কেন? নাইকোর কাছ থেকে কী আপনি ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্যোগ নেবেন, না সব কিছু ধামাচাপা দিয়ে দেবেন?

আমরা সাধারণ মানুষ এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

কিন্তু উত্তর কী পাবো?

আপনি উত্তর না দিলেও মানুষ কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে উত্তর দিতে পারে। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় আপনারা সবাই এ কথাটা ভুলে যান।

৮.

দুর্নীতি বিষয়ে রসিকতা করার জন্য যে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানটির নাম 'স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন'। তাদের কর্মকাণ্ড মানুষ দেখছে আর লজ্জা পাচ্ছে।

যদি গাড়ি-ডলারের বিনিময়ে বিক্রি হয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে আপনারা ধরতে না পারেন, তাহলে আপনারা আছেন কেন?

নাকি আপনারাও তাদের স্বগোত্রীয়?